ভান্ডারিয়া চরের শিশুরা শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার চরাঞ্চলের অসংখ্য শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দারিদ্র্যতা, অসচেতনতা, অপ্রতুল শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি বেসরকারি সহযোগিতার অভাবসহ নানাবিধ সমস্যাই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। ফলে শিশুরা মানষিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে। অভিভাবক, শিশু এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানা যায়।

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ২ নং নদমূলা ইউনিয়নের কাঁচা নদীর কোল ঘেঁষে জেগে উঠেছে চরখালী চর ও কঁচা নদীর বেরীবাঁধ এলাকা। এ এলাকায় ৬ শত পরিবারে প্রায় পাঁচ হাজার লোক সংখ্যা রয়েছে। এদের মধ্যে শিশু রয়েছে প্রায় তিন হাজার। নানা সমস্যার কারণে প্রায় ৮৫ শতাংশ শিশু লেখাপড়া করছে না। জড়িয়ে পড়ছে নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়।

তবে অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণেও অনেক শিশু স্কুলে যায়না। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারাও অন্য শিশুদের সঙ্গে মিশে গেছে। এ সম্পর্কে নাছির উদ্দিনের পুত্র মনির (৮) জানায়, তার বাবার সাগরে মাছ ধরার ট্রলার আছে। ২ ভাই-বোন মা বাবা নিয়ে চার সদস্যের ছোট সংসার অর্থনৈতিক সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও মনির স্কুলে যায় না। মনিরের ভাষায় এখানকার মাইয়া-পোলা স্কুলে যায় না তাই মুইও যাইনা। চরাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল। প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও তা চলাঞ্চল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। যার কারণে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে চায়না। এলাকা থেকে বিদ্যালয় ৩/৪ কিলোমিটার দূরে, যার কারণে স্কুলে যেতে চায়না শিশুরা। এ সম্পর্কে মোঃ আনোয়ার হোসেন (৩৫) বলেন, এখান থেকে বিদ্যালয় অনেক দূরে যার কারণে ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়না। তাছাড়া বড় মহাসড়ক পার হয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয় যার কারণে পিতা-মাতারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পায়। সে কারণে স্কুলে পাঠানো হয়না।

এসব শিশুর শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্যতা। যে বয়সের শিশুদের হাতে বইখাতা থাকার কথা, সেসব শিশু মাছধরা, কাঠ সংগ্রহ, রাখাল, হোটেল বয়, রিকশা চালক এমনকি দিনমজুর হিসেবে রোজগার করে সংসারের ঘানি টানছে। অসহায় পিতা-মাতারও করার কিছু নেই। সামান্য আয় রোজগার দিয়ে সংসারের ভরণপোষণ হয়না। কখনো অনাহারে, কখনো বা অর্ধাহারে থাকতে হয়।

অভুক্ত শিশুরা এরপরও স্বপ্ন দেখে। ওরা চায় সমাজের অন্য শিশুদের মতো লেখা পড়া করতে, মানুষের মত মানুষ হতে। এ ব্যাপারে আঃ মালেক এর ছেলে খোকন বলেন, ৪ ভাই-বোন নিয়ে তাদের ছয় সদস্যের সংসার। তার লেখাপড়া করতে খুবই ইচ্ছা করে, কিন্তু সুযোগ নেই। সে নিজের ভাষায় বলেছে, সংসারের অভাব মেটাতে বাবার সংগে ইলিশ মাছের জাল পাতি, জালে যে মাছ পাই তা দিয়েই মোগো সংসার চলে, বাবার সঙ্গে মাছ না ধরলে খামুকি ? তাই লেখাপড়া হরিনা। ছোট ভাইবোনগো লেহাপড়া হারামু মুইতো বাবার লগে মাছ ধরি। ওগো যেন মাছ ধরা না লাগে।

স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার মোঃ ইউনুছ বলেন ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়না খাওয়ার চিন্তায়। সকাল হলে চিন্তা তাদের দুপুরে খাবে কি ? ছেলে শিশুরা ৬ বছরের বড় হলেই নৌকায় মাছ ধরতে যায়। মেয়ে শিশুদের লেখাপড়া করা হয়না। এখন কিছু কিছু ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। ৪/৫ বছর আগে কোন ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা করলে ও মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারেনা কারণ এ এলাকার কাছাকাছি কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এখান থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে হলে যেতে হবে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে নদমূলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে । মেয়েদের জন্য একটি মাদ্রাসা আছে। খাতুননেছা স্মৃতি মাদ্রাসা। সেখানে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ানো হয়। দু-একজন শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে বন্ধ করে দেয় আর্থিক সমস্যার কারণে। এমন একজন শিশু মোঃ সুমন (১৪) বেড়িবাঁধে তার বাসা ৫মে শ্রেণী পাশ করে। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করছে। ৪ ভাই, ১ বোন বাবা-মা নিয়ে ৭ জন। বাবা শূন্য ভাগে মাছ ধরেন। একশ টাকায় ১০ টাকা। যা উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার চালানোই কষ্টকর। সুমন বলেছে, তবুও আমি লেখাপড়া করতাম। স্কুল দূরে বলে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাসে, রিকসায় যেতে হয়। এই খরচ দেয়া বাবার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানকার অভিভাবকগণের অসচেতনতার কারণে অনেক শিশু লেখাপড়া করছে না। যাদের একটু স্বচ্ছলতা আছে তারাও স্কুলে যায়না। বেসরকারি সংস্থা স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি বিদ্যালয় ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় জেলে সমিতির সভাপতি মোঃ আলমগীর মাঝি (৩৫) বলেন, এখানকার ছেলেরা ৫ বছর হলেই বাবার সাথে নদীতে যায় জাল পাততে। ৬-৭ বছর হলে ছেলেরা দল বেঁধে নিজেরাই মাছ ধরতে নদীতে যায়। লেখাপড়ার প্রতি কারো খেয়াল নেই। কেউ কেউ মাঝে মধ্যে স্কুলে যায়।

এখানকার সবারই অভাব তাই কেউ স্কুলে যায়না। স্কুলে গেলেও ২/৩ বছর পর আর যায়না। নদীতে মাছ ধরতে যায়। স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা সুখ-এর প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মোঃ মতিন বলেন, বেড়িবাঁধ এলাকায় আমাদের একটি স্কুল ছিল। ছেলেমেয়েরাও আসত। কিন্তু তিন বছরের প্রোজেক্ট থাকার কারণে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আগামী বছর আবার চালু হবে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ মোস্তফা জমাদ্দার বলেন, এখানকার সবাই দরিদ্র। মাছ ধরে সংসার চালায়। বাবার সাথে ছেলেরা মাছ ধরতে যায়। অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই। কাছাকাছি স্কুল নেই। এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির এ এলাকার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব নেই। সরকারিভাবে এখানে যদি কোন স্কুল দেয়া হত তাহলে এখানকার ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত। স্কুল কাছাকাছি থাকলে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহী হত।

সুপারিশমালা

১) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের চরাঞ্চলের অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা।

২) স্কুল শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি এলাকায় এসব অভিভাবকদের সাথে আলাপ করা।

৩) চরাঞ্চলে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

৪) বেসরকারি সংস্থাগুলো শিক্ষার ব্যবস্থা করা

রিপোর্টটি তৈরী করেছেনঃ হুমায়ুন তালুকদার, নিশাত, কামাল ও রওশন আরা